পিছেতে প্রভুকে রাখি বিমুখ হইয়া।
প্রভুর চোখেতে চোখ থাকিত চাহিয়া।।
প্রেম ঝাঁকাঝাঁকি নামে শ্লেষ্মা উঠিয়া।
প্রভু অঙ্গে পড়িত যে ছুটিয়া ছুটিয়া।।
নাকে মুখে চোখে যা' যা' যেখানে পড়িত।
যত্ন করি প্রভু তাহা অঙ্গেতে মাখিত।।
কক্ষবাদ্য করি রামকুমার ভকত।
কীর্ত্তন মধ্যেতে হেলে দুলিয়া পড়িত।।
এইরূপে ভক্তবৃন্দ হ'য়ে একতর।
দিক নাই কে পড়িত কাহার উপর।।
মহাভাবে চিত্তানন্দ হৃদয়ে আহ্লাদ।
গম্ভীর প্রকৃতি সদা প্রভু হরিচাঁদ।।
ভক্তগণে প্রেমোন্মত্ত হইত যখন।
বিভিন্ন আকার প্রভু ধরিত তখন।।
ক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষণে গৌরাঙ্গবরণ।
রক্তজবা তুল্য হ'ত যুগল লোচন।।
ক্ষণে দূর্ব্বাদলশ্যাম ক্ষণেক পটল।
ক্ষণে নীলোৎপল বর্ণ নয়ন যুগল।।
ভক্তগণে হুঙ্কারিত বলে' হরিচাঁদ।
যে ধ্বনি শুনা'ত যেন মত্ত সিংহনাদ।।
সব লোকে মত্ত হয়ে দিত হরিধ্বনি।
তাহাতে হইত যেন কম্পিতা মেদিনী।।
কেহ না জানিত দিবা কিভাবেতে গেল।
না জানিত যামিনী কিভাবে গত হ'ল।।
ভকত ভবনে প্রভু যাতায়াত করে।
ভক্ত সঙ্গে থাকে রঙ্গে আনন্দ অন্তরে।।
ওড়াকান্দী আর ঘৃতকান্দী মাচকাঁদী।
কুমারিয়া চন্দ্রদীপ আরো আড়োকান্দী।।
ইত্যাদি অনেক গ্রাম চতুঃপার্শ্বে রয়।
ভক্তি করি যেবা ডাকে তার বাড়ী যায়।।
ভক্তবৃন্দ পান করে কৃষ্ণপ্রেম রস।
হাসে কাঁদে নাচে গায় অন্তরে উল্লাস।।

দুই পুত্র তিন কন্যা ল'য়ে ঠাকুরাণী।
সুখের সাগরে ভাসে লোচন-নন্দিনী।।
ভকত ভবনে ফিরে প্রভু হরিচাঁদ।
বাঞ্ছাপূর্ণ করে হরি যার যেই সাধ।।
যেখানে যেখানে আছে প্রভুর ভকত।
ক্রমে এসে এক ঠাঁই হয়েন একত্র।।
এইভাবে ওড়াকান্দী কালাতিবাহিত।
ভক্তগণে আসে যায় হয়ে হরিষত।।
কোন কোন দিন প্রভু ভক্তগণে ল'য়ে।
পুষ্করিণী তীরে গিয়ে থাকেন বসিয়ে।।
পরিধান একবস্ত্র অর্দ্ধাংশ গলায়।
শীত-গ্রীষ্মে সমভাবে ছেঁড়া কন্থা গায়।।
শয্যাহীন দূর্ব্বাসনে থাকিত বসিয়া।
একে একে ভক্ত সব মিলিত আসিয়া।।
কখন বসিত প্রভু তৃণাসন করি।
ভক্তগণে বসিয়া বলিত হরি হরি।।
ভাব যেন দীনহীন পথের কাঙ্গাল।
ডাকিতেন 'কোথা কৃষ্ণ যশোদা দুলাল।।
হা কৃষ্ণ! গোকুলচন্দ্র করুণানিধান।
ভক্ত-ভাব প্রকাশিত নিজে ভগবান।।
কভু-হরি বলি-হরি হইত বিস্মৃতি।
কখনে বদনে হ'ত সূর্য্যসম জ্যোতি।।
এইভাবে ওড়াকান্দী লীলা প্রকাশয়।
ঐশ্বর্য্যের মধ্যে শুধু মাধুর্য্য লুকায়।।
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
দীননাথ হরি অবতীর্ণ অবনীতে।।
ভক্তগণ অনুক্ষণ নাহি ছাড়ে সঙ্গ।
ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে লীলার প্রসঙ্গ।।
কিছুদিন এক বাড়ী সুখে করি বাস।
শ্রীবৈষ্ণবদাস আর শ্রীস্বরূপদাস।।
দুই ভাই পদ্মবিলা করিল বসতি।
তিন ভাই থাকিলেন ওড়াকান্দী স্থিতি।।